১০৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... SEP 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

নকলের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির লক্ষ্যে

আজ দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকস্বল্পতা, দক্ষ শিক্ষকের অভবা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ যেমন শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, বিজ্ঞানাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর অভাব; অনার্স/মাস্টার্সে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে একের পর এক পরীক্ষা লেগে থাকার কারণে পাঠদান স্থগিত, সন্ত্রাসজনিত কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা প্রভৃতি কারণে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগে শুরু থেকেই অনার্স কোর্সে মাত্র ২০টি আসন ছিল। বিগত ৩ বছর যাবত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার নীতির সুবাদে তা বাড়িয়ে ৬৬টি আসনে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, যে বিভাগে ১৪ জন শিক্ষক থাকার কথা বর্তমানে সেখানে মাত্র চারজন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এছাড়াও আরো একটি মজার ব্যাপার হলো, কলেজটিতে গত '৯৮ সালে ১২ মাসের মধ্যে প্রায় ৩ মাস ক্লাস হয়েছে। সুতরাং এ চিত্র থেকেই সমগ্র দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হালহকিকত বুঝা সবার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে করি।

অনেক সরকারি-বেসরকারি কলেজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক নেই, তারপরও অনার্স মাস্টার্স কোর্স চালু করা হচ্ছে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া অহেতুক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা বাতিল পুনঃ ঘোষণা, পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি কারণে ছাত্রছাত্রীরা সেশনজটের কবলে পড়ে একদিকে যেমন তাদের জীবনের মূল্যবান সময় হারাচ্ছে অন্যদিকে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহই হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এসকল কারণেই ছাত্রছাত্রীরা দিন দিন নকলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। অনেক বেসরকারি স্কুল-কলেজের সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অধিকাংশ শিক্ষকই পাসের হার বাড়ানোর নিমিত্তে বাধ্য হয়ে পরীক্ষার্থীদের নকল করার সুযোগ প্রদান করে থাকেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সকল শিক্ষককে দায়ী করা যায় না। এসকল কারণে আজকাল সার্টিফিকেটধারী লোকের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিতের অভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। যা একটা সভ্য জাতির জন্য মোটেই স্বস্তিকর বিষয় নয়।

এক সময় ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ শিক্ষকই ক্লাসে শিক্ষাদানের চেয়ে প্রাইভেট পড়িয়ে টাকা কামানোর ধান্ধায় মশগুল। আবার অনেক শিক্ষক আছেন যারা শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবসা অথবা নীল-সাদা রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থ উপার্জনই যদি শিক্ষকের একামাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে এরকম শিক্ষকের কাছ থেকে ভালো ছাত্র বের হয়ে আসা আদৌ কি সম্ভব?

সুশিল শিক্ষিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলনসহ অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের মাধ্যমে নকলের রাহুগ্রাস থেকে ছাত্র সমাজকে উদ্ধার করা সম্ভব হলে। তবেই শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে, দেশ পাবে একটি সুশিক্ষিত জাতি।

মোঃ আব্দুল আহাদ
এমএসসি শেষ বর্ষ
৩০৫ এমসি কলেজ ছাত্রাবাস
সিলেট- ৩১০০